দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

089

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : শনিবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩ : ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৬

সময়মতো পরীক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মঞ্জুরি কমিশনের বার্ষিক রিপোর্টে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক সেশনের জট নিরসনের লক্ষ্যে পাঠক্রম সময়মতো শুরু ও শেষ এবং নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশের দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভর্তি, পাঠক্রম শুরু, পরীক্ষা বার বার পিছিয়ে যাওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কার্যত যে অচলাবস্থা ও নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই যে মঞ্জুরি কমিশন বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা পরিস্থিতির যে চিত্রটি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে তাকে কোন মতেই সন্তোষজনক বলা যায় না। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অতি অল্পসংখ্যক পরীক্ষাই প্রথম নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কখনো কখনো পরীক্ষার তারিখ তিন থেকে চার দফা পর্যন্ত পাল্টানো হয়েছে। গোড়ায় অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রদের চাপে পরীক্ষা পিছানো হত। কিন্তু পরে সেটাই রেওয়াজে পরিণত হয়। এখন অবস্থা এই যে পরীক্ষা পিছিয়ে যাবার আশংকায় ছাত্ররাই শংকিত থাকে। পরীক্ষা বার বার পিছানোর পরিণামে সেশন পিছিয়ে গেছে আশংকাজনকভাবে,—সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ সেশনজট। তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে পাঁচ বছর লাগে। অনার্স ও এমএ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসতে কাউকে কাউকে আট বছরও অপেক্ষা করতে হয়।

বার বার পিছিয়ে পড়া পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলেও তার ফল যে যথাসময়ে বেরোবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কোন কোন সময় কোন কোন বিভাগের পরীক্ষার ফল বেরোতে পুরো একটা বছর পেরিয়ে যাওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

এ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। কর্মজীবনে প্রবেশের পথে সৃষ্টি হয় অন্তরায়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোবার আগেই সরকারী চাকরির লাভের বয়সসীমা পেরিয়ে যায়। বেকার সমস্যা হয় তীব্রতর।

এই অবস্থায় মঞ্জুরি কমিশন পরীক্ষাসমূহ নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে যে তাগিদ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তা মেনে চলার দৃঢ় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসা উচিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। আর তা যদি তারা করতে পারে তাহলে অন্তত পক্ষে সেশনজট আর নতুন করে সৃষ্টি হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস, তবে সেখানেই থেমে থাকা উচিত নয়। সেশনজট ছাড়িয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে পরীক্ষা পর্যন্ত সকল স্তর নিয়মিতকরণেরও ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।